## "এর আগে যত বার আসিয়াছি ধরণীর ক্রোড়ে—

আজিকার আগে আমি জন্মেছিনু কাহাদের হয়ে,
কেবা ছিল পিতা মোর, কিবা নাম, কিবা পরিচয়ে ?
এই শ্যামা মৃত্তিকাতে, সুমধুর সবুজ প্রান্তরে ?
অথবা লোহিত, তপ্ত, কঙ্করিত বালুকার চরে ?
অথবা জন্মিয়াছিনু সূর্য্যহীন 'অরোরা'র দেশে,
তুষারে করিয়া ঘর, 'শিল' চুঁরি ছিনু সিন্ধুঘোসে !
অথবা অচল মোরে এক জন্ম দি'ছিল আশ্রয়,
পাহাড়ীয়াদের মাঝে, ঝর্ণাতীরে জন্মের বিস্ময়
উপল শয্যার কোলে পেয়েছিনু ; হ'ল তারা শেষ,
সে সব জন্মের স্মৃতি আজো মোর হয় নি নিঃশেষ।
সবুজ লোহিত শ্বেতে জন্মে জন্মে মন ভুলাইল ;
উত্তরাধিকার-সূত্রে জন্মান্তের আমারে বাঁধিল !
কেমনে ঠেলিব তায়, রক্ত-কণা ওঠে উতলিয়া,
মরুমেরুসিন্ধুমায়া ডাকে মোরে হাতছানি দিয়া।
আমি কি জন্মিয়াছিনু ওই দূর নীল চন্দ্রালোকে ?
সে দেশের পরিজন আজো কি কাঁদিছে মোর শোকে ?
প্রশান্ত সাগর পথে কোন্ দ্বীপে পড়েছিনু ঘুরে,
সে জন্ম কাটিল শুধু শুনি সিন্ধু লহরীর সুরে।
বৃক্ষের অন্তর কথা মর্ম্মরিয়া বাজিয়া যাইত
স্তব্ধ দ্বীপ ; ঊর্ম্মি শুধু ঐক্যতানে মর্ম্মরি ফিরিত।

সন্ধ্যার রহস্য হতে ঊষার রহস্য-মেখলায়
নিঃসঙ্গ দ্বীপের সাথে মোর মন মাতিত খেলায়
কল্পনায় ভাসি আসে সার্থবাহ, উষ্ট্র সারি সারি
চলিছে মধ্যাহ্ন পথে, মরুজ্বালা ক্রমে হ'ল ভারি।
বালুকাসমুদ্র তাতি গাঢ় লালে সম্মুখে জ্বলিছে,
চিরিয়া মরুর বক্ষ ওঠে শিখা, পথিক চলিছে।
হেন মনে লয় আজি, মোর বাড়ী ছিল ওইখানে,
খর্জ্জুর কুঞ্জেতে ঘেরা ছায়াস্নিগ্ধ ওই মরুস্থানে।
উত্তপ্ত মরুর পানে চেয়ে চেয়ে চক্ষে হ'ত জ্বালা
নিস্পন্দ প্রকৃতি বুকে বেজে যেত অট্টহাস্য মালা।
কাঁপিয়া উঠিত দেহ শয্যায় খর্জ্জুর বৃক্ষ তলে,
মরণ-প্রহর সম স্তব্ধতায় দিন যেত চলে।
মরুচারী স্বদেশী কি ? এস্কিমোরা আত্মীয় কি মোর ?
আফ্রিকার জঙ্গলে কি ছিনু আমি কাফ্রি-সহোদর ?
বুঝিতে না পারি কিছু কোন্ মাটী আমারে টানিছে,
জন্মান্তের যোগ সূত্র কার সাথে বাঁধিয়া আনিছে ?
সংশয়গুণ্ঠন ছিঁড়ি আজি এই স্পষ্ট দিবালোকে
দুর্নিবার আকর্ষণে শিরা মাঝে শোণিত পুলকে।
এর আগে যত বার আসিয়াছি ধরণীর ক্রোড়ে,
আজিকে সবার স্মৃতি টানিয়া লইয়া যাবে মোরে।

শ্রীপ্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
( প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, সাহিত্য-বিভাগ )।

———